দৈনিক সংবাদ

৫

তারিখ 03 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষা অফিসার পদের নিয়োগবিধি পরিবর্তন করা হোক

পেশাগত শিক্ষা ছাড়া পেশায় দক্ষতা লাভ অসম্ভব। ডাক্তার হতে হলে যেমন দরকার এম বি বি এস ডিগ্রি, তেমনি শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক হতে হলে দরকার বিএড ডিগ্রি। কিন্তু সম্প্রতিকালে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন টিইও এবং এটিইও পদে নিয়েগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন এবং এসব পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা চেয়েছেন –২য় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রিসহ ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রি। কিন্তু এতে শিক্ষা বিষয়ক কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার উল্লেখ নেই। সাধারণত শিক্ষা ও শিক্ষা প্রশাসক (বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসক) পদের জন্য শিক্ষা বিষয়ক ডিগ্রি বিএড/এমএড আবশ্যক। কারণ এসব টিইও এবং এটিইও'দের প্রধান দায়িত্ব হল শিক্ষাদান সুপারভিশন ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। যদি তাদের নিজেদেরই প্রশিক্ষণ না থাকে তবে তারা কিভাবে প্রশিক্ষণ দিবেন ও সুপারভিশন করবেন। তাই এসব পদের জন্য শিক্ষা বিষয়ক ডিগ্রি আবশ্যক। আবার এসব পদের বিভাগীয় প্রার্থী বলতে শুধুমাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেই বুঝানো হয়েছে– যা সত্যিই দুঃখজনক ও একপেশে। বিভাগীয় প্রার্থী বলতে শিক্ষা বিভাগের যেকোন শিক্ষক বা কর্মচারীকে বুঝানো যুক্তিযুক্ত ও উচিত। বর্তমান বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক একই অধিদপ্তরাধীন পিটিআই–এর শিক্ষক ও প্রশিক্ষক এবং হাইস্কুলের শিক্ষক কেউই এসব পদের জন্য বিভাগীয় প্রার্থী হিসেবে দরখাস্ত করতে পারছেন না। যদি এসব পদের লোকদেরকে বিভাগীয় প্রার্থী বলে গণ্য করা হয় তাহলে আরও যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোক এসব পদের জন্য প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পেতেন। তাই মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃপক্ষ, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবসহ সকল মহলের নিকট বিনীত আরজ এই যে, দক্ষ ও যোগ্যতর শিক্ষা প্রশাসক নিয়োগের জন্য টিইও এবং এটিইও পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করে বিভাগীয় প্রার্থী বলতে শিক্ষা বিভাগের যেকোন শিক্ষক বা কর্মচারী করা হোক এবং এসব পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা শিক্ষায় ২য় শ্রেণী ডিগ্রি বা ডিপ্লোমাসহ ২য় শ্রেণীর স্নাতক বা স্নাতকোত্তর করে সংশোধিত আকারে পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হোক।

আবদুল আওয়াল ও ইসরাত আক্তার
পিটিআই, বি, বাড়ীয়া।